ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৯৩
আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর,২০২০

প্রত্যেক জেলায় প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলি সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলি দ্রুত ও সময়ের মধ্যে রূপায়ণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলাশাসকদের মিশন মুডে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্যও প্রত্যেক জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আজ সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলির অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের ৮টি জেলায় পাট্টাল্যান্ড প্রদান ও চিহ্নিতকরণ, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন, অটল জলধারা মিশন, হকার ও স্ট্রিট ভেন্ডারদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, দোকানদারদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, আত্মনির্ভর ভারত, অ্যাসপিরেশনাল ব্লকের বিভিন্ন স্কিম সহ ১০টি প্রায়োরিটি প্রজেক্ট দ্রুত ও সময়ের মধ্যে রূপায়ণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকদের এক্স-ক্যাডার পদে নিযুক্তি দিয়েছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলির পর্যালোচনা করে আরও বলেন, প্রত্যেক জেলায় প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলি সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসকদের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় অটল জলধারা মিশন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার বলেন, অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় ৮ লক্ষ ৯৯৭ পরিবারে এবং শহর এলাকায় ২ লক্ষ ১০ হাজার পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকার ৭০ হাজার ২৭১ পরিবারে এবং শহর এলাকায় ৯৬ হাজার ৫৬ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭৩ পরিবারে এবং শহর এলাকায় ১১ হাজার ১০০ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দপ্তর কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসকদের নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

সভায় অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ বিষয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, রাজ্যের ৫টি জেলার ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১২টি ব্লক এলাকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ব্লকগুলি উন্নত ব্লকে রূপান্তরের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জল সম্পদ, পরিকাঠামো, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির উপর ফোকাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে তা মাঠে গিয়ে বিডিওদের তদারকি করতে হবে। ঐ ব্লকগুলির বিডিওদের নিয়ে প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করতে অতিরিক্ত জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

***২-এর পাতায়

সভায় সি এম অ্যাসুরড ইরিগেশন স্কিম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের (জল সম্পদ) প্রধান সচিব শশী রঞ্জন কুমার বলেন, এই প্রকল্পে ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ এই ৫টি অর্থবর্ষে মোট ৬৫ হাজার ৫২৯ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে। এই লক্ষ্যে জল সম্পদ, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, এডিসি বিভিন্ন স্কিমে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করবে।

সভায় প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডর আত্মনির্ভর নিধি প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, এই প্রকল্পে শহর এলাকার স্ট্রিট ভেন্ডারদের সহজ কিস্তিতে ঋণ দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে রাজ্যের ৮টি জেলার শহর এলাকায় সার্ভে করে ৪ হাজার ১৩৬ জনকে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ৫৩১ জন ঋণের জন্য অনলাইনে আবেদন করেছেন। এরমধ্যে ৭৫ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পে যারা ঋণ নিয়েছেন তা সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের সচেতন করতে হবে। এই প্রকল্পটিকে রাজ্যব্যাপী প্রচারের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত তথ্য সহকারে বড় হোর্ডিং বানিয়ে শহরের প্রধান এলাকাগুলিতে লাগানোর জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ও এস ডি ড. মানস দেব বলেন, রাজ্যের ৫টি জেলার ১৩টি স্থানে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন হবে। এরজন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। সভায় এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা, আত্মনির্ভর ভারত ইত্যাদি প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্পগুলি একই সঙ্গে রূপায়ণ করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্যকে উন্নয়নে দিশায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কাজকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রায়োরিটি প্রজেক্টগুলির অগ্রগতি নিয়ে মত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল উপস্থিত ছিলেন।

*****